বিদ্যাসাগর : মনন ও সৃজন

সম্পাদনা
বেলা দাস
বিশ্বতোষ চৌধুরী

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

VIDYASAGAR : MONON O SREJON
Essays on Vidyasagar, his thoughts and actions, Edited by Dr. Bela Das, Bishyatosh Chowdhury, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, January : 2022. ₹ 400.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী,২০২২

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-90993-00-0

মূল্য : চারশো টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

বিদ্যাসাগর : সেকাল ও একাল

বিদ্যাসাগর : বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর থেকে ভারত-মহাসাগর পেরিয়ে ১৩ আনন্দ গোপাল ঘোষ

সাম্য ও আইনের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিতা ৩৬ নীলাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শিক্ষক, শিক্ষা-পরিকল্পক ও শিক্ষা-প্রশাসক ৪৭ সনৎকুমার নস্কর

বিদ্যাসাগর, এ সময় ৮১ তপোধীর ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর : দ্বিশতবর্ষে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ৯১ বেলা দাস

জীবনীগ্রন্থে বিদ্যাসাগর ও মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০১ শান্তনু সরকার

বিদ্যাসাগর মানস ও উত্তর প্রজন্ম : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির খতিয়ান ১১৪ মাধব ঘোষ

উনিশ শতক ও বিদ্যাসাগর

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী মন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২৩ সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর ১২৯ তপন মণ্ডল

দ্বি-শতবর্ষে বিদ্যাসাগর : নারীভাবনার কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ১৪৩ রামী চক্রবর্তী

নারী শিক্ষার উত্থানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান ১৫১ অঙ্কিতা মিশ্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ও বিদ্যাসাগর ১৫৮ শিপ্রা দাস

দ্বি-শতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বর্তমান সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ১৬৩ নীহার চন্দ্র দাস
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দর্শন : পরাধীন ভারতে চিন্তামুক্তির আবাহন ১৭৩ বিশাল পুরকায়স্থ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ব্যক্তি জীবন ও সৃজন

একাকী ঈশ্বর ১৭৯ বরুণকুমার চক্রবর্তী
আত্মখন্ডিত জীবন : নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১৮৬ উদয়চাঁদ দাশ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন ১৯১ অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা
বিদ্যাসাগর ও তাঁর চিঠিপত্র ২০৬ অরূপ মিস্ত্রী
অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ২১০ প্রীতম মণ্ডল

সমাজ-চিন্তক বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমকালীন সমাজ ২১৯ অর্ণব সেন
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ২২৬ রজতকিশোর দে
সমাজ প্রগতি ও বিদ্যাসাগর ২৩৩ মহঃ মাইনুল হক
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবধর্ম ২৪২ আতোয়ার হোসেন
উনিশ শতকে বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তক বিদ্যাসাগর ২৫০ পঙ্কজ দাস
পণপ্রথা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৫৫ সুব্রত মণ্ডল

সাহিত্য-চিন্তক বিদ্যাসাগর

ব্যতিক্রমী বিদ্যাসাগর : ভিন্ন পাঠ শকুন্তলা ২৬১ অশোক দাস
ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবনায় সীতার রূপকল্প ২৭৭ অংকিতা সাহা
অনুবাদক বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ 'শকুন্তলা' ২৯৭ সুদেষ্ণা কোনার
বিদ্যাসাগর : সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ৩১০ পিংকি বর্মন
বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' : শৈলীগত অনুধাবন ৩১৪ সবিতা বিশ্বাস
বিদ্যাসাগরের শিশুসাহিত্যে নৈতিকতা ও রসবোধ ৩২৬ সুখেন্দু সাহু
লেখক পরিচিতি ৩৩৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন

অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত নাম। উনিশ শতকের সনাতনী রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের অন্তহীন কুসংস্কার ও অজস্র শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের মধ্যে নতুন চেতনার আলোকশিখা নিয়ে তিনি বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন হুগলী জেলার (বর্তমান মেদিনীপুর জেলা) বীরসিংহ গ্রামে। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র নিজ প্রতিভা ও নিরলাস কর্মের মধ্য দিয়ে 'বিদ্যাসাগর' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সমকালে ও পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত মনীষা নানা মন্তব্য করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—"সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।" রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর তর্পণ এরূপ—"প্রাচীন আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল অনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন।...যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রত পালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা।" মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন—'...বঙ্গে বিধাতার বরে/বিদ্যার সাগর তুমি.../বঙ্গের চূড়ামণি করে হে তোমারে/সৃষ্টিকর্তা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ—"কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;/ বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর; /বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার ..... প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান।" যদুনাথ সরকার বলেছেন—"বিদ্যাসাগর সংস্কারক ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর সংস্কারক যিনি এডমান্ড বর্কের সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত। বাঙালীর মধ্যে কতকগুলি লোক সমাজ-সংস্কারে ব্যর্থ হয়ে অন্যধর্মে চলে গেলেন; বিদ্যাসাগর সে প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি সমাজের মধ্যে থেকেই সমাজ-সংস্কার করে গিয়েছেন।"

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষীদের লিপি রচনার ভগ্নাংশ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি কোন্ মহীরূপ-স্বরূপ ছিলেন। এই মহীরূহ-স্বরূপ ব্যক্তিটির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে এই জীবন কতটুকু বা কতদূর পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত থাকবে তা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার গঠিত। তবে এটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আসলে ভারতীয় তথা বাঙালি পরিবার জীবন যৌথ-একান্নবর্তী পরিবার জীবন, যেখানে তিন/চার প্রজন্মের বহু মানুষ একত্রে একই গৃহপরিমণ্ডলে বসবাস করা; সেইসঙ্গে বহু আশ্রিত-অনাথ আত্মীয় স্বজনের স্থান হওয়া। বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিবার তো আসলে পিতামহ-পিতামহী, পিতা-মাতা, সাত ভ্রাতৃ-তিন ভগিনীসহ স্ত্রী দিনময়ী ও একপুত্র চার কন্যার সহাবস্থানের পরিবার। সুতরাং এই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের দারিদ্র্যময় গ্রামজীবনের পরিচয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও দিনময়ী দেবীর দাম্পত্যজীবনের চিত্র পৃথকভাবে কতটুকু ধরা পড়বে তা দেখা যাক। পিতা-মাতার তাতে পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকলেও ধীরেধীরে পরিবারের আসল ব্যক্তি যে হয়ে উঠেছেন বিদ্যাসাগর তা বলার অপেক্ষা থাকে না। সেক্ষেত্রে বীরসিংহ ও কলিকাতা দুটি ক্ষেত্রকেই পরিবার জীবনে যুক্ত করতে হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জানার তথ্যসূত্রগুলি হল—বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর সম্পর্কে কী বলে গেছেন তাঁর নিজের লেখা 'বিদ্যাসাগরচরিত' ও অন্যান্যতনতা সূত্রে; তাঁর সম্পর্কে জীবনীকারগণ অর্থাৎ (১) তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, (২) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) বিহারীলাল সরকার কী বলেছেন; আর অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ নানাসূত্রে কী বলেছেন। আমরা পাঠককুল জানি যে, প্রামাণ্য তথ্যসূত্রে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের যত তথ্য রাখা আছে তার মধ্যে জননী ভগবতী দেবী যে বিস্তর স্থান দখল করে আছেন তার ভগ্নাংশও স্ত্রী দীনময়ী দেবী পান নি। তবে আমাদের উক্ত তথ্যসূত্রগুলি থেকেই বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের সঙ্গে গ্রথিত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে হবে।

বিদ্যাসাগর নিজের জীবন সম্পর্কে যা লিখে গেছেন তা তাঁর জীবনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অংশ। সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনচরিত সম্পর্কে যে নির্দেশনা রয়েছে তা এরূপ—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আত্মজীবনচরিত্রে যে সামান্য অংশ লিখিত হইয়াছিল, 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' নামে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশের তারিখ ১৯৪৮ সংবৎ, ৯ই আশ্বিন—অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। বিদ্যারত্ন মহাশয় "বিজ্ঞাপনে" জানাইয়াছেন যে, ইহাতে "তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র...লিপিবদ্ধ আছে।" বিদ্যাসাগরের এই জীবনচরিতে দুটি মাত্র পরিচ্ছেদে। ৯ বছর বয়সে তাঁর মাইলস্টোনের মাধ্যমে অক্ষর শিখতে শিখতে কলকাতা পৌছানো ও 'পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী' হিসাবে পিতৃদেব কর্তৃক সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পড়ার জন্য ভর্তি হওয়া পর্যন্ত বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনা থেকে বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যজীবন তথা পারিবারিক জীবনের কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এখন দেখা যাক, জীবনীকারগণের রচনা থেকে এ সম্পর্কে কীরূপ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। জীবনীগ্রন্থত্রয়ের মধ্যে প্রথম যে গ্রন্থটি প্রকাশ পায় সেটি হল শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'। এটি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হল চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ, যা ১৩০২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত বিহারীলাল সরকার লিখিত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ, যা ১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে